'তুজুক-ই-বাবরি'-র পাশাপাশি বাবরের আত্মীয় মির্জা মহম্মদ হায়দর দুঘলাত রচিত 'তারিখ-ই-রশিদি' গ্রন্থটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফারসি ভাষায় লেখা এই গ্রন্থটির রচনাকাল ১৫৫১ সাল। বাবরের গুণমুগ্ধ এই লেখক অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছিলেন বাবরের সংগ্রাম, হুমায়ুনের সঙ্গে শেরশাহের সংঘর্ষ, বিলগ্রামের যুদ্ধ এবং হুমায়ুনের পলায়ন ও কাশ্মীরবাস। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে তাই এই রচনার গুরুত্ব কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। বাবর ও হুমায়ুনের ইতিহাস জানতে হলে এই গ্রন্থের সাহায্য অপরিহার্য।

'তুজুক-ই-বাবরি' ও 'তারিখ-ই-রশিদি'-র পর উল্লেখযোগ্য ইতিহাসগ্রন্থ হল প্রখ্যাত ঐতিহাসিক খোন্দ মির (Khvand Mir) রচিত 'হাবিব-উস-সিয়র'(Habib-us-Siyar) ও 'হুমায়ুন নামা'(Humayun Nama)। মির ১৪৭৫ সালে হেরটে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৪ সালে গোয়ালিয়রে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম গ্রন্থটি থেকে বাবর ও হুমায়ুনের রাজত্বের প্রথম তিন বছরের ইতিহাস জানা যায়। দ্বিতীয় গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল হুমায়ুনের নির্দেশে এবং তা থেকে তাঁর রাজত্বের প্রথম তিন বছরের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। আকর উপাদান হিসাবে গ্রন্থদুটির গুরুত্ব অপরিসীম। আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল মির্জা বর্খওয়রদার তুর্কমান (Mirza Barkhwardar Turkman) রচিত 'অহসন-উস-সিয়র' (Ahsan-us-Siyar)। এই গ্রন্থটিতে বাবরের সঙ্গে পারস্য শাসক শাহ ইসমাইলের (Shah Ismail) সম্পর্ক বিধৃত হয়েছে। তুর্কি ভাষায় মহম্মদ সালিহর (Muhammad Salih) লেখা 'শাইবানি নামা' (Shaibani Nama) গ্রন্থের বিষয়বস্তু হল উজবেক শাসকের সঙ্গে বাবরের সম্পর্ক। ষোড়শ শতকের পারস্য ও ভারতের সম্পর্ক বিবৃত হয়েছে ইস্কনদর মুনশির (Iskandar Munshi) ফারসি ভাষায় লেখা তারিখ-ই-আলামারাই আব্বাসি (Tarikh-i-Alamarai Abbasi) গ্রন্থে। বাবর ও হুমায়ুনের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং মুঘল অন্দরমহল বা হারেমের কাহিনি জানা যায় বাবরের কন্যা গুলবদন বেগমের (Gulbadan Begum) ফারসি ভাষায় লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুমায়ুন নামা' (Humayun Nama) থেকে। আকবরের উৎসাহে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল ১৫৮৭ সালে। গ্রন্থটি রচিত হয়েছে একজন নারীর দৃষ্টিকোণে। গুলবদন ছিলেন এ যুগের একমাত্র নারী ঐতিহাসিক। হুমায়ুন সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল জৌহর আফতাবচি (Jauhar Aftabchi) রচিত 'তাজকিরাত-উল-ওয়াকিয়াত' (Tazkirat-ul-Waqiat)। আকবরের নির্দেশে গ্রন্থটি রচিত হয় ১৫৮৭ সালে। লেখক হুমায়ুনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন ও যুদ্ধবিগ্রহে, সুখে-দুঃখে সব সময় তাঁর পাশে ছিলেন। কাজেই তাঁর লেখা

Scanned with CamScanner

গ্রন্থের বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে তিনি বৃদ্ধ বয়সে এবং সম্পূর্ণরূপে স্মৃতির উপর নির্ভর করে এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে ঘটনার বিবরণ ও সন-তারিখে অনেক অসংগতি থেকে গেছে। ফলে গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিমুক্ত নয়।

হুমায়ুনকে নিয়ে লেখা অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ১৫৭২ সালে শাহ তহমাস্প (Shah Tahmasp) রচিত 'তাজকিরাত-ই-তহমাস্প' (Tazkirat-i-Tahmasp), হুমায়ুনের সমসাময়িক বায়জিদ রিয়াতের (Bayazid Riat) আত্মজীবনী, ১৫৯১-৯২ সালে বায়জিদ বিরচিত 'তারিখ-ই-হুমায়ুন' (Tarikh-i-Humayun) ও ১৫৩৪ সালে গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ খোন্দ মির (Ghiyas-uddin Muhammad Khvand Mir) রচিত 'কানুন-ই-হুমায়ুনি' (Qanun-i-Humayuni) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম গ্রন্থটিতে বর্ণিত হয়েছে হুমায়ুনের পারস্যবাস। বায়জিদ ছিলেন হুমায়ুনের কর্মচারী ও অত্যন্ত কাছের মানুষ। তাঁর রচনা থেকে হুমায়ুন ও আকবর উভয়ের সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। আমিরের গ্রন্থ থেকে জানা যায় হুমায়ুনের রাজত্বকালের প্রথম দিকের ঘটনা।

আকবরের প্রথম জীবনীকার ছিলেন হাজি মহম্মদ আরিফ কান্দাহারি (Hazi Muhammad Arif Qandahari)। তাঁর বিরচিত গ্রন্থের নাম 'তারিখ-ই-আকবর শাহি' (Tarikh-i-Akbar Shahi)। গ্রন্থটি রচিত হয় ১৫৭৮ থেকে ১৫৮০ সালের মধ্যে। ব্যক্তিগত জীবনে লেখক ছিলেন আকবরের বিখ্যাত ওয়াজির বা উজির মুজফ্‌ফর খান তুরবতির (Muzaffar Khan Turbati) অধীনে রাজস্ব বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী। অমূল্য এই ইতিহাসগ্রন্থ থেকে আমরা আকবরের ব্যক্তিত্ব ও প্রশাসন সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাই। সন-তারিখ সংক্রান্ত তাঁর পরিবেশিত তথ্য নির্ভুল। গোঁড়া ও নিষ্ঠাবান মুসলিম কান্দাহারি কিন্তু আকবরের ধর্মমত সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেননি। অন্যদিকে তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক মুজফ্‌ফর খানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে তাঁর অবদানকে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছেন।

আকবর সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য উপাদান হল মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক ও মহান ব্যক্তিত্ব আবুল-ফজল আল্লামি (Abul-Fazal Allami) বিরচিত গ্রন্থগুলি। তিনি ১৫৫০ সালে আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সুফি সাধক শেখ মুবারক (Shaikh Mubarak)। তিনি ছিলেন আকবরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও দক্ষ প্রশাসক। স্বয়ং আকবরই তাঁকে তাঁর রাজত্বের ইতিহাস লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই তাই আবুল ফজলের রচনার মধ্যে সম্রাটস্তুতি ও খোশামোদি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তবে ঘটনার বিবরণে তিনি যথাসম্ভব ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন উদারমনা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত। তাঁর সম্পর্কে Gazetteer of India গ্রন্থে বলা হয়েছে—"Abul Fazl was the first medieval historian who adopted a rational and secular approach to history."[২] তাঁর সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল তিন খণ্ডে লেখা 'আকবর নামা'। এর প্রথম খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে তৈমুর লং থেকে হুমায়ুন পর্যন্ত মুঘল রাজকাহিনি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে আবুল ফজল

Scanned with CamScanner

আকবরের রাজত্বকালের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন ১৬০২ সাল পর্যন্ত। তাঁর বর্ণনা নিখুঁত এবং আকবরের রাজত্বকালের প্রতিটি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। আবুল ফজলের অপর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল তিন খণ্ডে রচিত 'আইন-ই-আকবরি'। এই গ্রন্থে আকবরের প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগের নিয়মাবলি ও আইনকানুন সংকলিত হয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে পরিসংখ্যান সারণি, আকবরের প্রশাসনের যা এক অমূল্য দলিল। আবুল ফজলের অপর দুটি গ্রন্থ হল 'রাকায়-ই-আবুল ফজল' (Raqae-i-Abul-Fazl) ও 'ইনশা-ই-আবুল ফজল' (Insha-i-Abul Fazl)। দুটি গ্রন্থেই সংকলিত হয়েছে পত্রগুচ্ছ। প্রথম গ্রন্থে সংকলিত পত্রগুলিকে ব্যক্তিগত পত্র বলা যেতে পারে। এখানে স্থান পেয়েছে সেই পত্রগুলি যেগুলি আবুল ফজল তাঁর পিতা, মাতা, ভাই ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লিখেছিলেন। তা ছাড়া আকবর ও তাঁর স্ত্রী ও কন্যাদের উদ্দেশে লিখিত চিঠিগুলি এখানে ঠাঁই পেয়েছে। এই চিঠিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। দ্বিতীয় গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে আবুল ফজল কর্তৃক রচিত সরকারি প্রতিবেদনসমূহ। এই গ্রন্থটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশে স্বয়ং আকবরের লেখা চিঠিগুলি। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে আকবর ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লেখা আবুল ফজলের চিঠিগুলি। আকবর দেশ-বিদেশের যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আছেন তুরানের আবদুল্লাহ খান উজবেক, পারস্যের শাহ আব্বাস, কাশগড়ের শাসক, মক্কার ধর্মগুরুরা, খান্দেশের রাজা আলি খান, আহমদনগরের বুরহান-উল-মুল্‌ক ইত্যাদি। ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এইসব চিঠির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 'আকবর নামা'য় সংক্ষেপে উল্লেখিত বহু ঘটনা ও তথ্যের বিস্তৃত বিবরণ এগুলি থেকে পাওয়া যায়।

লিপি ছাড়া যেমন অশোকের ইতিহাস লেখা অসম্ভব, ঠিক ততটা না হলেও আবুল ফজল ছাড়া আকবরের ইতিহাস লেখা প্রায় অসাধ্য একটি কাজ। আকবরের ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিভিন্ন তথ্যের জন্য ঐতিহাসিককে 'আকবর নামা' ও 'আইন-ই-আকবরি'-র উপর নির্ভর করতেই হয়। তথ্য সংকলন ও তা গুছিয়ে লেখায় এবং সময়ের পরম্পরা রক্ষা করে ইতিহাস রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ভিনসেন্ট স্মিথ, ইলিয়ট, বিভারিজ প্রমুখ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক আবুল ফজলের স্তাবকতা ও পক্ষপাতিত্বের তীব্র সমালোচনা করেছেন। স্মিথ বলেছেন আবুল ফজল প্রথমে একজন সভাসদ, পরে তিনি ঐতিহাসিক। তিনি অনেক সত্য গোপন করেছেন। এই অভিযোগ সর্বাংশে ভিত্তিহীন নয়। তবু ঐতিহাসিক হিসাবে যে আবুল ফজল উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা স্বয়ং স্মিথও স্বীকার করেছেন। আবুল ফজল পরিবেশিত বিপুল তথ্যের গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেছেন। সন-তারিখ সম্পর্কে আবুল ফজল নির্ভুল ছিলেন বলেও তিনি মনে করেন। অন্যদিকে ব্লখম্যান আবুল ফজলের প্রশংসা করে বলেছেন যে, ঐতিহাসিক হিসাবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। স্মিথ ও যদুনাথ সরকার তাঁর অলংকারবহুল ও কঠিন ভাষার জন্য সমালোচনা করলেও ব্লখম্যান মন্তব্য করেছেন যে, ফারসি পণ্ডিতরা ওই ভাষাই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন এবং আবুল ফজল তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। ইসলামি দুনিয়ায় তখন এই ভাষাই প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক জগদীশ নারায়ণ সরকার তাঁকে মধ্যযুগের ভারতের

Scanned with CamScanner

সম্ভবত সবচেয়ে প্রতিভাবান ঐতিহাসিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আবুল ফজলের সম্ভবত সবচেয়ে বড়ো অবদান এইখানে যে, তিনি কেবল রাজকাহিনিই বিবৃত করেননি; সাধারণ মানুষকেও তিনি তাঁর রচনায় ঠাঁই দিয়েছিলেন। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম শাসিত শ্রেণিকে ইতিহাসের পাদপ্রদীপে নিয়ে আসেন। কাজেই তাঁর রচিত ইতিহাসকে উপেক্ষা করা চলে না।

আবুল ফজল আকবরকে "আল্লাহর বিচ্ছুরিত আলো" বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে আকবর অনুসৃত নীতির লক্ষ্য ছিল দেশের ঐক্য, স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক প্রগতি। তাঁর রচনা থেকে অর্থনীতি সংক্রান্ত অনেক তথ্য ও পরিসংখ্যান পাই। প্রশাসন সংক্রান্ত বহু তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন। হিন্দুদের ধর্ম ও দর্শনের উপরও তিনি আলোকপাত করেছেন। কিন্তু তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত বহু তথ্য সরবরাহ করলেও টোডরমলের নাম উল্লেখ করেননি বা তাঁর অবদানের কথা বলেননি। আবদুল কাদির বদাউনি বা নিজামউদ্দিন আহমদ যেমন তাঁদের রচনায় আকবরের রাজত্বের মর্মবাণী উদঘাটিত করতে পেরেছিলেন, আবুল ফজল তা পারেননি। তিনি তাঁর রচনায় কৃষক ও কারিগরদের অবস্থার কথা বলেননি। এই সব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মুঘল ইতিহাস চর্চায় আবুল ফজলের অবদান অনস্বীকার্য।

Scanned with CamScanner